

খোদ-পাণ্ডা দ্বার খুলে মন্দিরেতে যায়।  
 স্বর্ণ থালা শূন্য দেখে, ভোগ নাহি পায়।।  
 খোদ-পাণ্ডা 'হত্যা' দিয়া রহিল তখন।  
 শূন্যে হ'ল শূন্যবাণী প্রভুর বচন।।  
 “পায়সান্ন পাক ইচ্ছা বহু দিনাবধি।  
 এই অন্ন পাঠাব শ্রীধাম ওড়াকান্দী।।  
 করিবারে কৃষ্ণসেবা আমার মনন।  
 সে কারণে পায়সান্ন করাই রন্ধন।।  
 শ্রীগৌরান্ন রাম কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ।  
 এক ভোগে হইবেক সবার আনন্দ।।  
 আমার ইচ্ছায় হইয়াছে এইকাণ্ড।  
 মন্দিরেতে দেখ গিয়া এক মেটে ভাণ্ড।।  
 দেখ গিয়া তাহাতে আছয় মিষ্ট অন্ন।  
 মোর পিছে বাম ভিতে ভাণ্ড পরিপূর্ণ।।  
 শিবনাথ ভবনাথ দুই পাণ্ডা দিয়ে।  
 পায়সান্ন ওড়াকান্দী দেও পাঠাইয়ে।।  
 ফরিদপুর জিলা তেলীহাটী পরগণে।  
 মকসিদপুর থানা তাহার দক্ষিণে।।  
 তাহার মধ্যেতে আছে ওড়াকান্দী গ্রাম।  
 সাধু যশোবন্ত-সূত হরিচাঁদ নাম।।  
 ঝট্ পট্ কর কার্য আর কিবা চাও।  
 শীঘ্র এই ভাণ্ড সেই শ্রীধামে পাঠাও।।  
 সেই আমি আমি সেই, নহে ভেদ ভিন্ন।  
 সেই দেহে মোর সেবা হইবে এ অন্ন।।”  
 তব আদেশেতে আসিয়াছি ভাণ্ড লয়ে।  
 বৈঠ প্রভু! দিব তব শ্রীমুখে তুলিয়ে।।  
 ক্ষেত্র হ'তে একদিন পথে আসিলাম।  
 নিশিযোগে বৃক্ষমূলে শয়নে ছিলাম।।  
 শয়নে ছিলাম দুই ভাই নিদ্রাবেশে।  
 জগন্নাথ বলরাম কহে স্বপ্নাদেশে।।

বলিলেন “অন্ন লয়ে যাওরে সত্বরে।  
 জগন্নাথে দেখা পাবে পুষ্করিণী তীরে।।”  
 প্রভুর আদেশে মোরা এলাম এদেশে।  
 ওহে প্রভো! সেই ভাবে তোমা দেখি এসে।।  
 পাণ্ডা দিল ভাণ্ড খুলি কি দিব উপমা।  
 চেয়ে দেখে ভাণ্ড মুখে উঠিতেছে ধূমা।।  
 প্রেমামান্দে দুই পাণ্ডা পরম শাস্তিতে।  
 একটু একটু দিল প্রভুর মুখেতে।।  
 প্রভু বলে ‘প্রসাদ এনেছ যেই দিনে।  
 আমি ইহা গ্রহণ করেছি সেই দিনে।।  
 এখনে তোমরা লও, ফিরে মোরে দিও।  
 যাহা হ'ল আর কা'রে ইহা না বলিও।।  
 পাণ্ডা কহে ‘মোরা জানি জানে সে দু'জন।  
 ভাগ্যবান যেই সেও জানুক এখন।।  
 কে জানে তোমার খেলা কে বুঝিতে পারে?  
 অনন্ত না পেল অন্ত অভ্রান্ত অন্তরে।।  
 রামায়ণ গায়কেরা গায় রামায়ণে।  
 শিব শুক নারদাদি তত্ত্ব নাহি জানে।।  
 তব ভৃত্য মোরা জগন্নাথ পরিবার।  
 নরকূলে নরাদম কি বুঝি তোমার?  
 তব-কৃপা-জন্য-ধন্য হইনু এবার।।  
 ওড়াকান্দী শ্রীধামে এ লীলার প্রচার।।  
 এ প্রসাদ নিলে দিলে বলিবারে মানা।  
 মোরা কি বলিব জানিবেন ভক্তজনা।।  
 অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সকলে জানিবে।  
 এহেন আশ্চর্য লীলা গোপনে কি র'বে?’  
 প্রভু বলে “হয় হয় না র'বে গোপন।  
 গ্রন্থে তুলি ভক্তগণে করিবে কীর্তন।।  
 অভক্ত কি ভক্ত ইহা জানিবে বিশেষ।  
 জানিল ভবানী একা ভাসাইবে দেশ।।”  
 এত বলি পাণ্ডাঘয় বিদায় করিল।  
 পাণ্ডাঘয় সে প্রসাদ অনেকে বিলাল।।